হরিণাকুণ্ডুতে অগ্নিকান্ডে মুদি দোকানীর সহায় সম্বল পুড়ে ছাই

‎ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভবাণীপুর গ্রামে পান বাজার সংলগ্ন বসত বাড়ি ও মুদি দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার (২৪ আগষ্ট) গভীর রাতে ওই গ্রামের ইমরানের মুরগীর খামার, গোয়ালঘর, বিচালি পালা, নতুন মটর সাইকেল পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে গেছে। এছাড়া দোকানে থাকা ফার্নিচার, মুদি মালামাল গৃহপালিত পশুসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম পুড়ে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। ইমরান হোসেন ওই গ্রামের মৃত আকবর হোসেনের সন্তান।

এ অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীর দাবি,অগ্নিকান্ডে তাদের প্রায় ১৫ লাখ টাকার ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে।

‎ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানান, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট বা দোকানে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেনি। পরিকল্পিত ভাবে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। খবর পেয়ে হরিণাকুণ্ডু ও আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিসের দুইটি ইউনিট দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার কাজ শুরু করে। প্রায় দুই ঘণ্টার আপ্রাণ চেষ্টায় ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন।

‎এদিকে রাতের আঁধারে নিজেদের সম্বল ও অর্জিত স্বপ্ন এভাবে ছাই হয়ে যাওয়া দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন দোকান মালিকসহ তার পরিবারের সদস্যরা।

অল্প বয়সে বাবার মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরে প্রচুর পরিশ্রম করে এখন সফলতায় দারপ্রান্তে এসে দাড়িয়েছে, ‎হঠাৎ এই দুর্ঘটনায় ইমরানকে আবার নিঃস্ব করে দিয়েছে।

মুদি ব্যবসায়ী ইমরান জানান, বহু বছরের কষ্টার্জিত সম্পদ মুহূর্তের মধ্যে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। তিনি আরও বলেন তার একামাত্র আয়ের পথ ছিলো এই প্রতিষ্ঠানটি সেটিও আগুনে পুড়ে আজ তিনি সহায়-সম্বলহীন পথের ভিখারিতে পরিনত হয়েছে। এব্যাপারে তিনি সরকারের কাছে সহযোগিতা কামনা করেছেন।

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ড: লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত

মেহেরপুরের গাংনী বাজারে মনিরুল মনোহারী গুদামঘরে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে। গ্তকাল বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে এ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, রাতে গাংনী বাজারের থানা মোড়স্থ মনিরুল মনোহারীর গুদামঘর থেকে ধোয়া বেরাতে দেখে বাজারের কয়েকজন ব্যক্তি। পরে বিষয়টি মনোহারীর মালিক মনিরুল ইসলামকে জানালে, তিনি এসে গুদামঘর খুলেন। এসময় দোকানের মালামাল পুড়তে দেখে স্থানীয় বামন্দী ফায়ার সার্ভিসে খবর দেওয়া হয়। পরে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অগ্নিকান্ডে আনুমানিক এক লক্ষাধিক টাকার মালামাল ভস্মীভূত হয়েছে বলে জানান, গুদামঘর মালিক মনিরুল ইসলাম।

দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুরে বিরোধপূর্ণ জমির বসত বাড়িতে অগ্নিকান্ড

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা দক্ষিন চাঁদপুরে জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধের জের ধরে বসত বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

এতে প্রায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। দীর্ঘ ১৮ দিন ধরে কখনও খোলা আকাশের নীচে ও পরের বাড়িতে বসবাস করছে এক নীরীহ পরিবার। দর্শনা দক্ষিণ চাঁদপুর গ্রামের মৃত্য আবুল হোসেনের ছেলে মোমিনুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, আমি আমার ওয়ারিশ সুত্রে পাওয়া ঘর নির্মান করে বসবাস করে আসছিলাম।

গত ২০ নভেম্বর বুধবার বেলা সাড়ে ১১ টার সময় প্রকাশ্যে দিনের বেলায় বসত ঘর পুড়িয়ে দেয় দক্ষিন চাঁদপুর গ্রামের মৃত্য নাজিম উদ্দিনের ছেলে নিজাম, হাসান ও সিংনগর গ্রামের তোতা বসত বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ করেছে মোমিনুল ইসলাম।

এ বিষয়ে মৃত্য নাজিম উদ্দীনের ছেলে নিজাম জানান, জমি আমার জমির দলিল ও খাজনা খারিজ সব আছে। তাই আমি ঘর ভেঙ্গে দিয়েছি। তবে বসত বাড়িতে কারা আগুন দিয়েছে আমার জানা নেই। এ ঘটনায় মোমিনুল ইসলাম কোন উপায়ন্তর না পেয়ে চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনীর কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

আলমডাঙ্গার হাপাঁনিয়ায় বসতবাড়িতে অগ্নিকান্ড, ৮টি বাড়ি পুড়ে ছাই

আলমডাঙ্গার হাঁপানিয়া গ্রামে আগুন লেগে ৮টি বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সর্বস্বান্ত হয়ে পড়েছে দরিদ্র পরিবার গুলো।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টায় দিকে হাঁপানিয়া গ্রামের হুদাপাড়ায় এ ঘটনা ঘটে। আগুনে আসবাবপত্রসহ রান্না করার সরঞ্জামও পুড়ে গেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শিরা জানান।

প্রত্যক্ষদর্শি সুত্রে জানাগেছে,আলমডাঙ্গা উপজেলার হাঁপানিয়া গ্রামের হুদাপাড়ার হযরতের বাড়িতে সর্ট শার্কিট থেকে আগুন ধরে যায়। আগুনের ললিহান শিক্ষা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে পাশের বাড়িগুলোতে। এ সময় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ৮টি পরিবারের

সর্বস্ব। ক্ষতিগ্রস্ত পরিরাব সাইফুল ইসলাম, প্রবাসে অবস্থানরত শাহীন, হযরত, মিজানুর রহমান, নাজমুল হুদা, সাইফুল ইসলাম , মেহের আলী, হাসানুজ্জামান।
গরীব এই আটটি পরিবারের বাড়িঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নেই রান্নার সরঞ্জামাদিও।

চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুজ্জামান সরোয়ার জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে ওই ৮টি বাড়ি পুড়ে যায়। উপজেলা প্রশাসনের নির্দেশনা পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়েছি। এতে আটটি বাড়ি পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা অত্যন্ত গরিব। পরনের পোশাক ছাড়া আর নেই তাদের। এমনকি তারা দুপুরে রান্নাবান্না করে খাবে সেই পরিস্থিতিও নেই। আজকের মধ্যেই তাদেরকে সহযোগিতা করা হবে।

ক্ষতিগ্রস্তরা বলেন, আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে ৮টি বাড়ি পুড়ে গেছে। আমাদের কিছুই আর নেই। কেউ চাল-ডাল দিলেও রান্না করার সরঞ্জাম টুকুও নেই।

প্রবাসী শাহীনের স্ত্রী বলেন, আমার নগদ টাকাসহ সব কিছুই পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। চোখের সামনে মুহূর্তেই আমাদের সব শেষ হয়ে গেল। এখন আমরা কোথায় থাকবো।
সাবেক ইউপি সদস্য ইনতাজুল হক বলেন, ৮টি বাড়ির কোনো অস্তিত্ব নেই। নগদ টাকাসহ আসবাবপত্র সব পুড়ে গেছে। এক বেলার খাবারও নেই তাদের।

দামুড়হুদায় বিদ্যুৎ শটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ড: ঘর বাড়ি পুড়ে ভস্মিভূত

দামুড়হুদা উপজেলার কানাইডাঙ্গা গ্রামে বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। অগ্নিকান্ডে কানাইডাঙ্গা গ্রামের মৃত মোবার আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (ভেদু কলেরা) বসত বাড়ি পুড়ে ছাই হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস টিম ঘটনাস্থলে যাওয়ার আগেই সব পুড়ে শেষ। আজ

সোমবার দুপুর ২ টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানাযায়,দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কানাইডাঙ্গা গ্রামের মৃত মোবার আলীর ছেলে জাহাঙ্গীর আলম (ভেদু কলেরায়)এর বাড়িতে বিদ্যুতের শটসার্কিট থেকে আগুন লেগে যায়। আগুন দেখে ডাক চিৎকার দিলে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে থাকে।

ততক্ষণে বসত বাড়িতে থাকা আসবার পত্রসহ সব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এতে করে জাহাঙ্গীর আলম ভেদু কলেরায় এর প্রায় ২ লক্ষ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি দুরুত্ব গতিতে রওনা হলেও ঘটনাস্থলে পৌয়ছানো আগেই পুড়ে সব শেষ হয়ে যায়। এলাকাবাসীর সহযোগিতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে চলে আসে।পরে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস টিম পথের মধ্যে থেকে ফিরে আসে।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন আমি ঘটনা শুনেছি এবং তাদেরকে অফিসে আসার জন্য বলেছি। উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে যতটুকু সহযোগিতা করার দরকার আমরা করবো।

চুয়াডাঙ্গার গিরিশনগরে ফার্ণিচার ও চায়ের দোকানে অগ্নিকান্ড

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের গিরিশনগর বাজারে ফার্ণিচার ও একটি কাঠের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে।

আজ রোববার ভোরে এ ঘটনা ঘটে বলে জানাগেছে।কিন্তু আগুনের সূত্রপাত কিভাবে হয়েছে তা নির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারেনি। তবে স্থানীয়রা ধারনা করছেন বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিট অথবা চায়ের দোকানের আগুন থেকে এ ঘটনা ঘটতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে জানাগেছে, আজ রোববার ভোররাতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের গিরিশনগর বাজারে নবিছদ্দি মন্ডলের ছেলে জসিম উদ্দিন ফার্ণিচার ব্যবসায়ী ও মৃত সাহাদতের ছেলে খোকনের চায়ের দোকানে গতকাল রোববার ভোররাতে হঠাৎ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা দেখে স্থানীয়রা। পরে ফায়ার সার্ভিসে খবর দিলে তারা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম হয়।

এই ঘটনায় দোকানের সবকিছু পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় ফার্ণিচারের দোকানে আনুমানিক ৪/৫ লাখ টাকা ও চায়ের দোকানে ১ লাখ টাকার মত ক্ষতি হয়েছে বলে ধারনা করেছেন ভূক্তভোগীরা।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা গ্রামে গার্মেন্টস দোকানে আগুন, ৬ লক্ষাধিক টাকা ক্ষয়ক্ষতি

রাতে দোকানে তালা দিয়ে বাড়ি ফিরে সকালে গিয়ে দেখেন সব শেষ। আশিক ট্রেডার্স নামের ওই গার্মেন্টসের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ঘটে প্রায় ৬ লক্ষাধিক টাকার গার্মেন্টস মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।

সোমবার দিবাগত মধ্যরাতে সদর উপজেলার বুড়িপোতা গ্রামে আশিক ট্রেডার্স নামের ওই গার্মেন্টসের দোকানে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

দোকান মালিক আশিকুর রহমান জানান, পূবের্র রাত এগারোটার দিকে তার দোকান বন্ধ করে বাড়ি চলে যায়। এরপর মধ্যরাতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষ দর্শি বুড়িপোতা গ্রামের অটোচালক আব্দুল মজিদ জানান দোকান থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে দোকান মালিকসহ আশপাশের লোকজনকে খবর দেন। এসময় প্রতিবেশীরা এসে আগুন নেভানোর পূর্বেই দোকানের সমস্ত মালামাল পড়ে যায়।
এসময় ফায়ার সার্ভিসকে খবর দিলেও তারা ঘটনাস্থলে না পৌছানোতে এলাকার মানুষ বিরুপ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। তবে, ফায়ার সার্ভিস

থেকে জানানো হয়েছে আমরা ঘটনাস্থলে যাচ্ছিলাম। পথের মধ্যে খবর আসে আগুন নিভে গেছে। তাই আবার ফিরে আসি।
রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি বলে অনেকেই মন্তব্য করেন। অশিকের দাবী কেউ শত্রুতা করে দোকানের তালা ভেঙে ভিতরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

মেহেরপুর শহরে ফার্নিচার গ্যালারিতে আগুন, ৪ লক্ষাধিক টাকার ক্ষতি

মেহেরপুর শহরের মসার্স রাবেয়া ফার্নিচার গ্যালারি নামের একটি ফার্নিচার বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে অগ্নিকান্ডের ঘটনায় প্রায় ৪ লক্ষাধিক টাকার মালামাল পুড়ে ভস্মিভূত হয়েছে।
রবিবার দিবাগত রাত আনুমানিক সাড়ে ১২ টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ গফুর সড়কের মেসার্স রাবেয়া ফার্নিচার গ্যালারিতে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

মেসার্স রাবেয়া ফার্নিচার গ্যালারি মালিক শরিফুল ইসলাম জানান, বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটে অগ্নিকান্ডের ঘটনা থেকে এই ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আকস্মিকভাবে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তার প্রায় ৪ লাখ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে বলে জানান তিনি।
খবর পেয়ে মেহেরপুর ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনা স্থলে পৌঁছে আগুন আওতায় আনে। তার আগেই মালামাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

জীবননগরে দিনের বেলায় বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড ২লক্ষ টাকার ক্ষতি

জীবননগরে দিনের বেলায় বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ রবিবার বিকাল ৪ টার সময় জীবননগর উপজেলার বাকা ইউনিয়নের প্রতাবপুর গ্রামের মৃত মোতালেব হোসেনের ছেলে বাবলু মন্ডলের বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে এতে ২লক্ষ টাকার ক্ষতিসাধন হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী সুত্রে জানা গেছে, প্রতিদিনের ন্যায় আজ রবিবার বিকালে রান্না শেষে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে আসে বাবলু মন্ডলের স্ত্রী এ সময় হঠাৎ রান্না ঘরের চুলা থেকে আগুনের উৎপত্তি হয়। গোটা রান্না ঘর আগুনে পুড়ে যায় এক পর্যায় রান্না ঘরের পাশে থাকা খড়ির ঘর, বিচালী ঘরে আগুন ধরে ভয়াবহ রুপ ধারন করে।

এ সময় স্থানীয় লোকজন আগুন নিয়ন্ত্রনে আনার চেষ্ঠা করে। অবশেষে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হওয়ার আগে জীবননগর ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা ঘটনা স্থানে ছুটে এসে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে।

গাংনীতে অগ্নিকান্ডে বাড়ির মালিক দগ্ধ ও ১টি গরুর মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার সাহারবাটী ইউনিয়নের ধর্মচাকী গ্রামে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। আজ বুধবার দুপুরে ওই গ্রামের আকমান আলী ও আলতাব হোসেনের বাড়িতে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটে।

এ ঘটনায় অগ্নিদগ্ধ হয়ে ১ টি গরুর মারা গেছে ও ২ টি গরু দগ্ধ হয়েছে। সেই সাথে বাড়ির মালিক আকমাল হোসেন দগ্ধ হয়। তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেয়া হয়েছে। এ ঘটনায় দুই বাড়িতে প্রায়ই ১০ লক্ষ টাকার মালামাল পুড়ে গেছে। এছাড়াও আলতাব হোসেনের

বসত বাড়ীতে গুচ্ছিত ১লক্ষ ৪০হাজার টাকা পুড়ে গেছে বলেও জানা যায়।

জানা গেছে,আলতাব হোসেনের বাড়ির পাশে প্রতিবেশী মৃত হারেজুল ইসলামের ছেলে বিপুল হোসেন তামাকে তাপ দিচ্ছিলেন। এক পর্যায়ে তামাক ঘর থেকে অগ্নিকান্ডের সূত্রপাত হয়। পরে ওই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আকমান হোসেন ও আলতাব হোসেনের বসত বাড়ীর গোয়াল ঘরে।

এসময় তাদের গোয়ালে থাকা ১গরু মারা যায় ও ২টি গরু দগ্ধ হয়। খবর পেয়ে বামন্দী ফায়ার স্টেশনের একটিদল ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে নেয়ার আগেই ঘরে রাখা নগদ টাকা ও মালামাল পুড়ে যায়।